বেকার জীবন যে
কি ভয়াবহ
তাহা একমাত্র
ভুক্তভোগীরাই জানেন
স্বাধীনভাবে বাড়ীতে ব'সে মাসে ১৫০৲
টাকা হইতে ২০০৲ টাকা রোজগার করুন।
গরীবদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
বহরমপুর টেলারিং স্কুল
২৭, বাবুলবোনা রোড (খাইকানন)
পোঃ বহরমপুর, মুশিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 17th April 1968 | ৪৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে..
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
C. P. S.

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা শব্দহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ফুটবল, বুট, র‍্যাকেট, হোস্
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

সুপথের সন্ধানে

—০—

"দু'নৌকায় দিয়ে পা, মাঝ দরিয়ায় ডুবে যা।" —অবিশ্বাসী অস্থিরমতি "সুবিধাবাদী"র ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইহাই করুণ দৃশ্য ও অবধারিত পরিণাম। মনের স্থৈর্যের অভাবেই প্রধানতঃ এরূপ 'দুমনাভাব' ঘটিতে দেখা যায়। দূরদর্শিতা ও সৎপ্রভাব এবং চিন্তাশক্তি অসংযমীর ভাগ্যে নাই। 'মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ' এই ঋষিবাক্যে মহাসত্য নিহিত। স্থূলের সেবায় মত্ত মন তাহার খেয়াল রাখে না। জীবনীশক্তি থাকিলে তবে ইন্‌জেকসনাদি প্রয়োগে চিকিৎসক রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নচেৎ সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। গৃহে শূন্য ভাণ্ডার, অথচ উপাদেয় খাদ্য ভাগ্যে জুটিবে—এরূপ ধারণা বিকৃত-মস্তিষ্কের লক্ষণ। সন্ন্যাসী, গৃহী, ব্রহ্মচারী, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির বীর্যরক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু উপদেশ আছে এবং অসংযমের কুফল সম্বন্ধেও সতর্কবাণী আছে। গায়ে রক্ত না থাকিলে বা জমা অপেক্ষা খরচ হইলে বা অপব্যয় করিলে সর্বপ্রকারে 'দেউলিয়া' হইতে হয় ও তাহা সর্বনাশের কারণ হয়—ইহা সকলেই জানেন তথাপি মোহবশতঃ এবং কুসংসর্গের প্রভাবে মনকে সংযত করিবার উপদেশ-গুলির পালনে আমরা প্রায়ই যত্নবান্ নহি, আবার এক শ্রেণীর ধারণা এরূপ সংযম পালনে সুখভোগে বাধা হয়। ফলে জীবন সংগ্রামে দুর্বলের পরাজয় অনিবার্য। হাতবোমা, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি বা ভোটের জয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বরং অপমৃত্যুই সবক্ষেত্রে দেখা দেয়। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে এবং অধ্যবসায় পরিশ্রম চিন্তাশক্তি প্রয়োগ না করিলে সুফলের আশা বৃথা। প্রাণশক্তি না থাকিলে কে পুরুষকার করিবে? উচ্চ ধারণাশক্তিই বা কিরূপে মনে জাগিবে। মা দুর্গার পূজা করি শক্তি সঞ্চয় জন্য কিন্তু আজকাল পূজাবাড়ী মানে প্রায়ই অসংযমের লীলাক্ষেত্র—ইহাই বাস্তব চিত্র। মনে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রায়ই অভাব —কেবল ইন্দ্রিয়ের তরল আমোদেই শক্তি ক্ষয়। তাই সংযম শ্রদ্ধার সেবার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা অভ্যাস করিলে মা কিরূপে শক্তিমান্ করিবেন? কিরূপে ভাগ্য ভাগ করিবেন? ছেলে যদি বাবা মা ও শিক্ষকের উপদেশ অবহেলা করে তবে জীবনে সুফলের আশা করা যায় কি? ইহা সহজ সরল সত্য হইলেও প্রায় তাবৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মনখুসী উন্মত্ততাতে বিভোর। কোন অভিজ্ঞতার কথা কানে নিতেও প্রস্তুত নহেন—ইহা অতিরঞ্জিত সত্য নহে। 'হা অন্ন' অবস্থা জন্য কেহ দুনিয়ার বাবাকে, কেহ জগন্মাতাকে দোষী করিতেছেন—অথবা অন্তর্দৃষ্টি নাই, সাবধান হইবার কোনও লক্ষণ নাই বরং আরও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া মনের সাধনাকে সুদূর পরাহত করিতেছেন। আগে 'পুঁজি' চাই—তারপর মনের ইচ্ছানুসারে 'সংগ্রহ' সম্ভব। তাই গোড়ার কথাই সংযমসাধনা, তাহা বাদ দিয়া মনকে কোনও কাজে লাগান সম্ভব নহে। নিস্তেজ মন 'হায় কপাল' বলিয়াই মৃত্যুবরণ করিলেই তাহা পুরুষকার বা শরণাগতি নহে। উহা ক্লীবত্ব। বীরই বাঁচা মরার শক্তি রাখে ও বীরত্বের পুরস্কার পায়। প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যেই সংযম প্রয়োজন, তাহাতেই সুখের উৎপত্তি—উহা 'পায়ের বেড়ী' নহে, কারণ উহাই 'পুঁজি' বা মূলধন দিবে তবে মন 'বাসনার কারবার' খুলিতে সমর্থ হইবে। তারপর বিবেচ্য 'কোন কারবারে লাভ বেশী।' অর্থাৎ শক্তি অর্জন হইবে—(যেমন, হাতে টাকা জমিলে) কিসে ব্যয় করা আবশ্যক বা উচিত তাহা বিবেচ্য। জাতিকে গোড়ার গলদ সংশোধন করিতে হইবে। তারপর 'এটা চাই, ওটা চাই' চিন্তা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।' দেশের দুর্দশাই শক্তিহীনতার দ্যোতক। আত্মশক্তি জাগ্রত করা চাই তবে আত্মবিশ্বাস আসিবে এবং মন সদাসদ্ বিচারে সমর্থ হইবে। আর যতই শক্তিমান্ হইবে ততই দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বেশী সুখপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে নিকৃষ্ট বাসনা হইতে উৎকৃষ্ট বাসনায় মন বসিবে।

ভারতীয় জনসংঘ সম্মেলনে প্রতিনিধি সভা

—•—

গত ৭ই এপ্রিল বহরমপুর যোগেন্দ্র মিলনীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি-কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি, টিউবওয়েল স্থাপন, মণীন্দ্র মিলস্ অবিলম্বে চালু, জঙ্গিপুর হইতে কালনা পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর পলি উত্তোলন, ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গন হইতে জঙ্গিপুর শহর রক্ষা. মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সীমান্ত অঞ্চলে পাক অনুপ্রবেশ ঘটায় চুরি, ডাকাতি ও গবাদি পশুর অপহরণ নিবারণ প্রভৃতি ২২ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় আচার্য্য দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

শিলাবৃষ্টি

সন ১৩৭৫ সালের শুভ ১লা বৈশাখ রবিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জে কিছুক্ষণ ধরিয়া শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। শিলা আকারে বেশ বড় বড় ছিল। শিলাবৃষ্টির জন্য আমের খুব ক্ষতি হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে গোবৎসের মৃত্যু

শুভ ১লা বৈশাখ রবিবার মিঠিপুর গ্রামের মাঠে সেকন্দরা গ্রামের গোপসম্প্রদায়ের এক পাল গরু চরিতেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার অল্পক্ষণ মধ্যে বজ্রাঘাতে উক্ত গরুর পালের দুইটী বাছুর মারা গিয়াছে। বছরের প্রথম দিনে এইরূপ অঘটন ঘটায় গোপালকগণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছে।

পৌরপতি নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ পৌরসভায় শ্রীবিজনকুমার সরকার পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান এবং শ্রীসূর্য্যলাল পোদ্দার ৭-৫ ভোটের ব্যবধানে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন।

কান্দী পৌরসভায় প্রাক্তন পৌরপতি শ্রীশ্রীপতি সিংহ, পৌরপতি পদে শ্রীশ্যামলেন্দুনারায়ণ রায় উপ-পৌরপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

॥ একটি প্রতিভা ॥

—•—

প্রতিভার উন্মেষ কত যে বিস্ময়কর—তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়। পত্নীবিতাড়িত আত্ম-বিসর্জনোন্মুখ মহামূর্খ কালিদাস বাগ্দেবীর কৃপায় কূপজলে স্নান করিয়া ও ঐ জল পান করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেন। এই জনশ্রুতি ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ইহার মধ্য হইতে যে সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইতেছে যে, সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরণ একটি বিশেষ ক্ষণের আবেগ বা প্রেরণার দ্বারা হয়। আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ব লাভে ক্রৌঞ্চীর হাহাকার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু বিস্ময়কর এক প্রতিভার নিদর্শন সম্প্রতি পরলোকগত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রুশ পদার্থবিদ ডঃ ল্যানডাউ। গত ১লা এপ্রিল বিদ্যা-দেবীর এই সুসন্তান পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মোটর দুর্ঘটনায় আহত ডঃ ল্যানডাউ একটানা ছয় বৎসর হাসপাতালে থাকিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি শাখাতেই ডঃ ল্যানডাউ তাঁহার গবেষণা পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। আপন দেশেই শুধু নয়, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁহার গবেষণাকার্য চালাইয়াছিলেন। উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে নিম্নাভিমুখী হয়; কিন্তু ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্বেই নিবিয়া যায়। শৈশবে অনেকের প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া গেলেও পরিণত বয়সে তাহা অন্তহিত হইতে দেখা যায়। ডঃ ল্যানডাউ-এর শৈশব প্রতিভা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল।

ডঃ ল্যানডাউ-এর জন্ম ১৯০৮ সালে। মাত্র তের বৎসর বয়সের বালক গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র এবং রসায়ন-শাস্ত্র —তিনটি ক্লাসে অধ্যয়ন শুরু করেন। আঠার বৎসর বয়সে যখন তিনি প্রথম থিসিস প্রকাশ করেন, তখন শুধু রাশিয়ায় নয়, সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানীমহলে এক প্রবল বিস্ময় জাগিয়াছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গবেষণাকার্য চালাইয়া ১৯৩২ সালেই ইউরোপ ও আমেরিকার দুনিয়ায় একজন বড় বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকৃতি পাইলেন। বিনা থিসিসে ১৯৩৪ সালে ডক্টরেট পাইয়াও ডঃ ল্যানডাউ-এর বিস্ময়কর আবিষ্কার ইলেকট্রন কণিকার ধারাবর্ষণ, ইলেকট্রনিক গ্যাসের আচরণ, তরল হিলিয়াম—২ এর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি জটিলতর বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল। শেষোক্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়া-ছিলেন। কিশোর বয়স হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিভার উল্কাদ্যুতি বজায় রাখিয়াছিলেন।

নানা সমস্যাক্রান্ত ভারতের ছাত্রসমাজ আজ আপন সাধনার পথ বিস্মৃত হইয়া এক অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলিতেছেন; ডঃ ল্যানডাউ-এর একনিষ্ঠ সাধনা তাঁহাদের আদর্শ হউক। ডঃ নারলিকারের মত বহু প্রতিভাশালী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আজ বিদেশে কাটাইতেছেন। দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া প্রবাসী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-দের দেশে আনা দরকার এবং তাঁহাদের সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। দেশে কর্তা ব্যক্তিরা রাজনীতির মাতামাতি ও কথার খই ভাজিয়া আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন। ছাত্র-সমাজ যে পথে চলিতেছেন তাহা দেশের পক্ষে কতদূর মঙ্গলকর, ভাবিবার বিষয়। ডঃ ল্যানডাউ-এর কর্মসাধনা তাঁহাদের কাম্য হউক, ইহা ছাড়া আর কি বলা যায়? উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে ভারতের কত প্রতিভা স্ফুরিত হইতেছে না, তাহার হিসাব কে দিবে?

ভোটার হওয়ার মেয়াদ বাড়লো

—•—

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৬৮ সালের অন্তঃবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার সব কটি বিধান সভার নির্ব্বাচক তালিকা সমূহের চলতি সংশোধন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি ও আপত্তি করার মেয়াদ ৪ঠা মে পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

WANTED a lady teacher capable of teaching Math., Hindi & Sanskrit for Jangipur Girls' Jr. High School. Apply sharp to the Secretary.

এস-ইউ-সির বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জনসভা

গত ১৪ই এপ্রিল রবিবার রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এস-ইউ-সির বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির মধ্যেও গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মানুষের সমাগম হয় এবং বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে মিছিলও আসে। দলের পতাকা উত্তোলন করেন প্রাদেশিক নেতা কমরেড রণজিৎ ধর। মুর্শিদাবাদ জেলার তরুণ জনপ্রিয় নেতা বিস্তৃতভাবে অন্যান্য মার্কসবাদী লেলিনবাদী দলের সঙ্গে এস-ইউ-সির মৌলিক পার্থক্য আলোচনা করেন এবং বলেন ভারতবর্ষে এস-ইউ-সি একমাত্র সাচ্চা মার্কসবাদী লেলিনবাদী দল। প্রধান বক্তা হিসাবে কমরেড রণজিৎ ধর একটা যথার্থ মার্কসবাদী দলকে চেনার এবং জানার পদ্ধতি সম্পর্কে এস-ইউ-সি কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনকে দেখছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এছাড়াও ভাষণ দেন ডি-এম-ও সংগঠক কমরেড আলি হোসেন। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা-সম্পাদক কমরেড মাধব রায় চৌধুরী।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই মে, ১৯৬৮

১৯৬৭ সালের ডিক্রীজারী

১৫ মনি ডিঃ এরফান সেখ দেং ইয়াসিন সেখ দাবি ২২১'৪৬ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে কাবিলপুর ১-৩০ শতকের কাত ৭॥/৮ পাই তন্মধ্যে ১১ শতকের কাত হারাহারী মতে ৬০ পয়সা খং ১২০ আঃ ২০০৲

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪১৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩·০০তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ